

**সৃজনশীল প্রশ্ন ১ :** বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় প্রকৃতি কেবল প্রকৃতিরূপেই আবির্ভূত হয়নি, বরং প্রকৃতি ও মানবজীবন একীভূত হয়ে অভিনব রসমূর্তি ধারণ করেছে। প্রকৃতির লতাপাতা, ঘাস, পোকামাকড় সবকিছুই গুরুত্বের সঙ্গে স্ব স্ব ভাবে তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। তাঁর রচনায় নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনচিত্র ও সমকালের আর্থসামাজিক বাস্তবতা সমভাবে উন্মোচিত হয়েছে।

ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র-পুরস্কারে ভূষিত হন?

খ. সম্মুখ দুয়ার দিয়ে দুর্গার বাড়িতে ঢোকার সাহস হলো না কেন?

গ. উদ্দীপকের বক্তব্য 'আম-আঁটির ভেঁপু' রচনার ক্ষেত্রে কতখানি সত্য? আলোচনা করো।

ঘ. 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্প এবং উদ্দীপকের আলোকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্মের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো।

### ১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'ইছামতি' উপন্যাসের জন্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র-পুরস্কারে ভূষিত হন।

খ. মায়ের শাসনের ভয়ে দুর্গার সম্মুখ দুয়ার দিয়ে বাড়িতে ঢোকার সাহস হলো না।

দুর্গার আনন্দ খেলাধুলা ও প্রকৃতির মাঝে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে। যদিও দুর্গার বয়সের মেয়েরা বাড়ির বাইরে না গিয়ে বরং মায়ের কাজে সহযোগিতা করে। কিন্তু দুর্গা মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে সকাল থেকেই বাড়ির বাইরে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে। এ কারণেই দুপুরে সে মায়ের সামনে দিয়ে ঘরে প্রবেশের সাহস পায়নি।

গ. উদ্দীপকের বক্তব্য 'আম-আঁটির ভেঁপু' রচনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে সত্য।

'আম-আঁটির ভেঁপু' রচনাটিতে আমরা দেখি অপু ও দুর্গা প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রকৃতির মাঝেই তাদের সার্বক্ষণিক বিচরণ। প্রকৃতি থেকে তাদের সত্তাকে আলাদা করা যায় না। তাছাড়া প্রকৃতির অনুপুঙ্খ বর্ণনাও আমরা পাই এই লেখাটিতে। অন্যদিকে এমন প্রকৃতির কোলে বসবাসকারী হরিহর পরিবারের নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনও দারুণভাবে উন্মোচিত হয়েছে এখানে। জীবিকা অর্জনে হরিহরের সংগ্রাম বড়োই কঠিন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, প্রকৃতির লতা-পাতা, ঘাস, পোকামাকড় সবকিছুই গুরুত্বের সঙ্গে বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে স্থান পেয়েছে। তাঁর রচনায় প্রকৃতি ও মানবজীবন একীভূত হয়ে অভিনব রসমূর্তি লাভ করেছে এর সঙ্গে নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনচিত্র অঙ্কনেও বিভূতিভূষণ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। 'আম-আঁটির ভেঁপু' রচনাটি তাঁর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আর তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বক্তব্য 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের ক্ষেত্রে সর্বাংশে সত্য।

ঘ. 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্প ও উল্লিখিত উদ্দীপকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের প্রধান চারিত্র্যলক্ষণ প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক এবং নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনচিত্র উন্মোচনের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। "আম-আঁটির ভেঁপু" গল্পটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবিখ্যাত 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের অন্তর্গত। এই রচনায় অপু ও দুর্গা যেন প্রকৃতিরই সন্তান। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। লেখক প্রকৃতির যে বর্ণনা এ গল্পে দিয়েছেন তাতে প্রকৃতিও যেন প্রাণ পেয়েছে। উদ্দীপকেও লেখকের আলোচ্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে।

গল্পটিতে সর্বজয়া হরিহরের নিশ্চিন্দীপুরের যে সংসারজীবন তা নিঃসন্দেহে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ধারক। পৌরহিত্য করে হরিহরের সংসার চলে। দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্য দিয়ে সংসার চলে হরিহর-সর্বজয়া অপু-দুর্গাদের। তবুও তারা জীবনবিমুখ নয়। আর উদ্দীপকেও বলা হয়েছে, বিভূতিভূষণের রচনায় নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনচিত্র ও সমকালের আর্থসামাজিক বাস্তবতা উন্মোচিত হয়েছে সার্থকভাবে।

উল্লিখিত উদ্দীপক ও 'আম-আঁটির ভেঁপু' সম্পর্কিত উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে লেখক বিভূতিভূষণ একদিকে প্রকৃতির বর্ণনা ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিষয়টি দেখিয়েছেন। অন্যদিকে সমকালের আর্থসামাজিক বাস্তবতায় তিনি হরিহরদের মতো নিম্ন মধ্যবিত্তদের জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন।

আর এগুলোই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্মের মূল বৈশিষ্ট্য।

**সৃজনশীল প্রশ্ন ২ :** ১ম অংশ: হে সূর্য তুমি তো জানো,  
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!

সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে

এক টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে  
কত কষ্টে আমরা শীত আটকাই।

২য় অংশ: আমারে চেনো না? আমি যে কানাই!

ছোকানু আমার বোন।

তোমার সঙ্গে বেড়াবো আমরা।

মেঘনা, পদ্মা, শোন!

ক. 'কালমেঘ' কী?

খ. হরিহর সদগোপদের প্রস্তাবে তাৎক্ষণিকভাবে রাজি হলো না কেন?

গ. উদ্দীপকের ১ম অংশে আম-আঁটির ভেঁপু" গল্পের যে ভাবটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "উক্ত প্রতিফলিত ভাবটি উদ্দীপকের ২য় অংশের সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবকে স্পর্শ করতে পারেনি" — মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার করো।

## ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে বর্ণিত 'কালমেঘ' হচ্ছে যকৃতের রোগে উপকারী এক প্রকার তিক্ত স্বাদের গাছ।

খ. আত্মসম্মানবোধের কারণে সদগোপদের প্রস্তাবে হরিহর তাৎক্ষণিকভাবে রাজি হয়নি। নিজে জাতে ব্রাহ্মণ হওয়ায় নিচু জাতের লোকটির কাছে সম্মান বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। তাই লোকটির প্রস্তাবে হরিহর তৎক্ষণাৎ রাজি হয়নি।

"আম-আঁটির ভেঁপু" গল্পের অপু-দুর্গার পিতা হরিহর দশঘরায় তাগাদার জন্য গিয়ে যে লোকটির সাক্ষাৎ পান সেই লোকটি হরিহরকে তার বাড়িতে মন্ত্র দিতে। অনুরোধ করেন। কিন্তু হরিহর ভেবেছিলেন তৎক্ষণাৎ রাজি হলে সদগোপ জাতের লোকটি তার সম্পর্কে নিম্ন ধারণা পোষণ করতে পারেন। তাছাড়া তিনি নিজে জাতে ব্রাহ্মণ হওয়ায় নিচু জাতের লোকটির কাছে সম্মান বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। তাই লোকটির প্রস্তাবে হরিহর তৎক্ষণাৎ রাজি হয়নি।

গ. উদ্দীপকের ১ম অংশে আম-আঁটির ভেঁপু" গল্পের অপু-দুর্গাদের পরিবারের দরিদ্রতার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে দরিদ্র পরিবারের জীবনচিত্র নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে। হরিহরের পরিবারে দরিদ্রতা যেন নিত্যদিনের সাথি। তাদের জীবনে অভাব-অনটন লেগেই থাকে। গল্পে সর্বজয়াকে আমরা ধরদেনা করে চলতে দেখি। তারপরও তারা ভালো জীবনের প্রত্যাশায় নিজেদের চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

উদ্দীপকের ১ম অংশে দরিদ্র মানুষের কষ্টের কথা বলা হয়েছে। শীতের রাতে তাদের সইতে হয় সীমাহীন কষ্ট। তাই শীত থেকে বাঁচতে সূর্যের কাছে তারা অসহায়ত্বের কথা জানিয়েছে। কেননা, সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে সামান্য কাপড় দিয়ে অনেক কষ্টে তাদের রাত কাটাতে হয়। উদ্দীপকের একপ দরিদ্রতার দিকটি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পেও পরিলক্ষিত হয়। অপু-দুর্গার জীবনযাপন ও হরিহর-সর্বজয়ার সংসার চালানোর চিত্রে উদ্দীপকের ১ম অংশে বর্ণিত দরিদ্রতার দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে ভাই-বোনের আনন্দপূর্ণ শৈশবে দারিদ্র্য কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি, যা প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে যথার্থ করে তুলেছে।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে গ্রামীণ জীবনে অপু-দুর্গার আনন্দময় জীবনের প্রকাশ ঘটেছে। অপু ও দুর্গা দরিদ্র পরিবারের সন্তান। কিন্তু তাদের শৈশবের দারিদ্র্যের সেই কষ্ট গল্পটিতে প্রধান হয়ে ওঠেনি; বরং দুই ভাই-বোনের



দুরন্তপনা, গ্রামীণ ফলফলাদি খাওয়ার আনন্দ ও বিচিত্র বিষয় নিয়ে তাদের কৌতূহল আমাদের চিরায়ত শৈশবকে মনে করিয়ে দেয়। গল্পটিতে বর্ণিত অপু-দুর্গার শৈশবের দুরন্তপনা গল্পটির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকেও ছাপিয়ে গিয়েছে।

উদ্দীপকের ২য় অংশে আমরা ভাই-বোনের দুরন্তপনার কথা জানতে পারি। যেখানে ভাই তার বোনকে নিয়ে প্রকৃতির মাঝে হারাতে চায়। পদ্মা, মেঘনা নদীতে বেড়াতে চায়। কানাই নিজের দুরন্তপনার সঙ্গী হিসেবে তার বোন ছোকানুকেও সাথে নিতে চায়। তাদের নৌকা করে নদীতে বেড়ানোর আকাঙ্ক্ষার দিকটি আমাদের শৈশবের আনন্দময় মুহূর্তকেই মনে করিয়ে দেয়। ঠিক একই ধরনের ঘটনা আমরা লক্ষ করি আলোচ্য গল্পের অপু-দুর্গার মাঝে।

উদ্দীপকের ২য় অংশে ভাই-বোনের দুরন্তপনার যে চিত্র দেখা যায়, তা ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পেরও মূল বিষয় গল্পটিতে এই বিষয় ছাড়াও সংসারের অভাব-অনটনের নানা চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে অপু-দুর্গার মাঝে ফুটে ওঠা চিরায়ত শৈশবের দিকটি। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

**সৃজনশীল প্রশ্ন ৩ :** উপল ও নিধি ভাইবোন। নিধি বড়ো, উপল ছোটো। তাদের দু’জনের বয়সের পার্থক্য পাঁচ। বাড়ির সামনে খোলা জায়গায় তারা খেলছিল। তাদের মা উঠানে বসে তরকারি কাটছিলেন। তিনি ঘরে ঢুকতেই উপল ও নিধি ছুটে গেল টকটকে লাল জামরুল কুড়াতে। মা দেখে তাদের শাসন করছিলেন। মা রান্নাঘরে যেতেই তারা বাইরে বেরিয়ে গেল। মা রান্না করে, কাপড় কেচে গোসল করতে গেলেন। দ্বিপ্রহর হলেও নিধি ও উপল ফিরে আসেনি।

ক. ‘পিঁজরাপোলের আসামি’ কী?

খ. ‘তখনি কী রাজি হতে আছে’ -ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের উপল ও নিধির সাথে ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পের যোগসূত্র ব্যাখ্যা করো।

ঘ. “উদ্দীপকের মা সর্বজয়া চরিত্রকে পুরোপুরি ধারণ করেনি”— মূল্যায়ন করো।

**৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

ক. ‘পিঁজরাপোলের আসামি’ হলো খাঁচায় পড়ে থাকা অবহেলিত আসামি।

খ. দশঘরার এক ব্যক্তি হরিহরকে জমিজমা দিয়ে তাদের গ্রামে বাস করার প্রস্তাব করলে কেন সে তখনি রাজি হয়ে যায়নি স্ত্রীর এমন প্রশ্নের জবাবে হরিহর সর্বজয়াকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছে। ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পের হরিহর দরিদ্র ব্রাহ্মণ। রায়বাড়ির গোমস্তাগিরির কাজ ও এবাড়ি সেবাড়ি পুজো অর্চনা করে সংসার চলত হরিহরের। হরিহরের কাছে সদগোপ সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি পরিবারসহ মন্ত্র নেওয়ার প্রস্তাব করে। এর ফলে জমিজমা পাওয়ার বিষয়টি হরিহরের কাছে মন্দ বলে মনে হয়নি। কিন্তু প্রস্তাব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলে হরিহরের পারিবারিক দুরবস্থা সম্পর্কে সে আঁচ করতে পারবে, এ কারণে সে মিথ্যে ভান দেখিয়ে একটু সময় নিয়েছে। এ বিষয়টি বোঝাতেই হরিহর প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছে।

গ. উদ্দীপকের উপল ও নিধির সাথে ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পের দুর্গা ও অপু চিরায়ত শৈশবের যোগসূত্র রয়েছে।

‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পের অপু ও দুর্গা যেন প্রকৃতির কোলে লালিত দুই শিশু। সংসারের দারিদ্র্য তাদের আনন্দ প্রকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। দুর্গাতি সারাদিন বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো, বন থেকে নানা ধরনের ফলমূল, খেলার সামগ্রী সংগ্রহ এবং ছোটো ভাই অপু সাথে তা ভাগাভাগি করে নেওয়ার মূল আমাদের চিরায়ত শৈশবকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

উদ্দীপকের দৃশ্যও আমাদের চিরায়ত শৈশবের স্মৃতির ডালা খুলে দেয়। উপল ও নিধি দুই ভাই-বোন। তাদের দুজনের মধ্যে অনেক ভাব। প্রকৃতির মাঝে তারা খেলাধুলা করে। খোলা উঠানে খেলা করা, জামরুল কুড়ানো, দ্বিপ্রহরে মাঠে মাঠে ছুটে বেড়ানো— সবকিছুই আমাদের শৈশবের স্মৃতি ফিরিয়ে আনে সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের উপল ও নিধির সাথে ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পের দুর্গা ও অপু চিরায়ত শৈশবের যোগসূত্র রয়েছে।

ঘ. 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়া চরিত্রে সন্তানের প্রতি ভালোবাসা, সংসারের দারিদ্র্য, সন্তানদের শাসন করাসহ নানা বিষয় পরিলক্ষিত হলেও উদ্দীপকের মা চরিত্রে কেবল সন্তানদের শাসন করা ও সাংসারিক দায়িত্ব পালনের বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

আম-আঁটির ভেঁপু গল্পে সর্বজয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ হরিহরের স্ত্রী। হরিহরের অভাবের সংসারে কষ্ট করে কোনোমতে তার দিন চলে। ধারের টাকা ফেরত দিতে পারে না বলে পাওনাদাররা বাড়িতে হানা দেয়, কথা শোনায। তবুও হাল ছাড়ে না সর্বজয়া, সন্তানদের মুখ চেয়ে কঠিন হাতে সংসারের হাল ধরে।

উদ্দীপকের মা চরিত্রের মধ্যে আমরা বাঙালির চিরায়ত মাতৃরূপ প্রত্যক্ষ করি। গভীর স্নেহে তিনি সন্তানদের আগলিয়ে রাখেন। সংসারের প্রাত্যহিক কাজকর্ম সম্পন্ন করেন। সন্তানদের জন্য রান্নাবান্না করেন। প্রয়োজনে সন্তানদের শাসন করেন। আম-আঁটির ভেঁপু গল্পের সর্বজয়ার সাংসারিক দারিদ্র্যের বিষয়টি উদ্দীপকের মায়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না।

আম-আঁটির ভেঁপু গল্পের সর্বজয়া এবং উদ্দীপকের মা চরিত্রের মধ্যে শাস্ত্রত গ্রাম্যমায়ের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। সর্বজয়া শত অভাবের মধ্যেও সন্তান দুটিকে আগলে রেখেছেন, তাদের মুখে অন্ন তুলে দিতে তৎপর হয়েছেন। উদ্দীপকের মা চরিত্রটির মধ্যেও সন্তান বাৎসল্যের দিকটি পরিলক্ষিত হয়। গল্পের সর্বজয়া চরিত্রে সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা, সংসারের দারিদ্র্যসহ নানা বিষয় পরিলক্ষিত হলেও উদ্দীপকের মা চরিত্রে এর আংশিক বিষয় পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

**সৃজনশীল প্রশ্ন ৪ :** বুদ্ধদেব বসুর 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় কানাই ও ছোকানু নামে দুই ভাইবোনের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে কানাই তার ছোট বোন ছোকানুর প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বশীল আচরণ করে। নৌকা ভ্রমণে গিয়ে সে সবসময় ছোকানুকে চোখে চোখে রাখে। এছাড়া ছোকানু ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে গেলে সে মাঝিকে অনুরোধ করে তার প্রতি খেয়াল রাখার জন্য।

ক. দুর্গা আঁচলের খুঁট খুলে কী বের করল?

খ. অপু ও দুর্গার আম খাওয়ায় ব্যাঘাত ঘটল কেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে আম-আঁটির ভেঁপু গল্পের সম্পৃক্ততা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. কানাই ও দুর্গাকে কি পরস্পরের প্রতিবিশ্ব বলা যায়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

**৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

ক. দুর্গা আঁচলের খুঁট খুলে কতকগুলো শুকনো রড়া ফলের বিচি বের করল।

খ. মা ক্ষার কেচে ঘাট থেকে চলে আসায় অপু ও দুর্গার আম খাওয়ায় ব্যাঘাত ঘটল।

পটলিদের বাগান থেকে আম এনে খুব সাবধানে খাচ্ছিল অপু ও দুর্গা। মায়ের বাড়িতে ঢোকার ওপর তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তারপরও মনের আনন্দেই চলছিল তাদের আম খাওয়া কিন্তু হঠাৎ করেই মা বাড়িতে এসে ডাকাডাকি করতে থাকেন। ফলে অপু ও দুর্গার আম খাওয়ায় ব্যাঘাত ঘটে।

গ. ছোটদের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করার বিষয়ে উদ্দীপকের কানাই, আম-আঁটির ভেঁপু গল্পের দুর্গা একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

গল্পে আমরা লক্ষ করি, দুর্গা তার ভাই অপুকে অত্যধিক স্নেহ করে। ভাইকে ছাড়া সে কোনোকিছুই খায় না। তারা উভয়েই মাকে খুব ভয় পায়। মায়ের কাছে আম খাওয়ার কথা বলে ফেলায় দুর্গার কাছে অপু বকুনি খায়। কিন্তু তারপরও ভাইয়ের প্রতি তার স্নেহশীল আচরণের কোনো পরিবর্তন হয় না।

উদ্দীপকে কানাই তার বোনের প্রতি স্নেহশীল ও দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করেছে। বোনকে সে সবসময় চোখে চোখে রেখেছে। এছাড়া নৌকাভ্রমণের সময় মাঝিকে অনুরোধ করেছে বোনকে দেখে রাখার জন্য। কানাইয়ের এ আচরণের সঙ্গে গল্পের দুর্গার আচরণ সম্পূর্ণ না মিললেও সহোদরের প্রতি স্নেহ প্রদর্শনের দিক থেকে তারা একসূত্রে বাঁধা। এদিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে গল্পটি সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়।

ঘ. ছোট ভাই-বোনের প্রতি দায়িত্বশীল ও স্নেহশীল আচরণ বিবেচনায় কানাই ও দুর্গাকে একে অপরের প্রতিবিশ্ব বলা যায়।



‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পে দুর্গা তার ছোট ভাই অপুকে নির্বুদ্ধিতার জন্য বারবার বকুনি দিয়েছে। কিন্তু তারপরও ভাইয়ের প্রতি তার স্নেহের কোনো ঘাটতি হয়নি। শুকনো রড়া ফলের বিচিগুলো কুড়িয়ে সে ভাইয়ের জন্য আলাদা করে রেখেছে। এতে ভাইয়ের প্রতি তার ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। উদ্দীপকে কানাই নামের এক কিশোরের কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকটিতে তাকে বোনের প্রতি স্নেহশীল আচরণ করতে দেখা যায়। বোনকে সে সবসময় চোখে চোখে রেখেছে। বোনের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ থেকেই সে মাঝিকে অনুরোধ করেছে মাঝি যেন তার ছোটবোনটিকে দেখে রাখে।

আম-আঁটির ভেঁপু গল্প এবং উদ্দীপকে কানাই ও দুর্গা দুজনেই ছোট ভাইবোনের প্রতি দায়িত্বশীল ও স্নেহশীল আচরণ করেছে। দুর্গা ভাইয়ের প্রতি ক্ষেত্র বিশেষে একটু রুঢ় আচরণ করলেও কানাইয়ের মধ্যে সেরকম কোনো বিষয় দেখা যায় না। তবে তারা উভয়েই ছোট ভাইবোনের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করেছে। এদিক থেকে বিচার করলে কানাই ও দুর্গা একইরূপ মানসিকতার অধিকারী। তাই তাদেরকে পরস্পরের প্রতিবিশ্ব বলা যায়।

**সৃজনশীল প্রশ্ন ৫ :** আমি মেলা থেকে

তালপাতার এক বাঁশি কিনে এনেছি।

বাঁশি কই আগের মতো বাজে না।

মন আমার তেমন কেন সাজে না

ক. ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পে দুর্গার বয়স কত?

খ. দশঘরার লোকটির অনুরোধে হরিহর তৎক্ষণাৎ সেখানে যেতে রাজি হলো না কেন?

গ. উদ্দীপকটি ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পের যে দিকের ইঙ্গিত করেছে তা ব্যাখ্যা করো?

ঘ. “উদ্দীপকে ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পের একটি দিক উঠে এলেও গ্রামীণ দরিদ্র পারিবারিক জীবনের দুর্দশার চিত্র অনুপস্থিত।” মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

**৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

ক. ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পে দুর্গার বয়স দশ-এগারো বছর

খ. দশঘরার লোকটির অনুরোধে হরিহর তৎক্ষণাৎ সেখানে যেতে রাজি হলো না তার আত্মসম্মানবোধের কারণে।

হরিহর দশঘরায় তাগাদার জন্য গিয়ে যে লোকটির সাক্ষাৎ পায় সেই লোকটি হরিকে তার বাড়িতে মন্তুর দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু হরিহর ভেবেছিল তৎক্ষণাৎ রাজি হলে সদগোপ জাতের লোকটি তার সম্পর্কে নিম্ন ধারণা পোষণ করতে পারে। তাছাড়া সে নিজে জাতে ব্রাহ্মণ হওয়ায় নীচু জাতের লোকটির কাছে সম্মান বজায় রাখতে চেয়েছিল। তাই লোকটির প্রস্তাবে হরিহর তৎক্ষণাৎ রাজি হলো না। উত্তরের সারবস্তু: দশঘরার লোকটির অনুরোধে হরিহর তৎক্ষণাৎ সেখানে যেতে রাজি হলো না তার আত্মসম্মানবোধের কারণে।

গ. উদ্দীপকটি আম-আঁটির ভেঁপু গল্পের চিরায়ত শৈশবের দিকের ইঙ্গিত করেছে।

আম-আঁটির ভেঁপু গল্পটি গ্রামীণ জীবনে প্রকৃতিঘনিষ্ঠ দুই ভাই-বোনের আনন্দিত জীবনের আখ্যান নিয়ে রচিত হয়েছে। অপু ও দুর্গা হতদরিদ্র দুই শিশু। কিন্তু তাদের শৈশবে দারিদ্র্যের সেই কষ্ট প্রধান হয়ে ওঠেনি। অধিকন্তু গ্রামীণ ফলফলাদি আহারের আনন্দ এবং বিচিত্র বিষয় নিয়ে তাদের বিস্ময় ও কৌতূহল যেন চিরায়ত শৈশবকেই স্বরণ করিয়ে দেয়।

উদ্দীপকের কবি বাজার থেকে তালপাতার একটি বাঁশি কিনেছেন। এই বাঁশি বাজিয়ে এখন আর আগের মতো আনন্দ তিনি পান না। তাই তার মাঝে সংশয় দেখা দিয়েছে হয়তো ছেলেবেলা অনেক দূরে ফেলে এসেছেন। আলোচ্য গল্পেও অপু-দুর্গা নামের দুই ভাইবোনের মধ্য দিয়ে গল্পকার চিরায়ত শৈশবের চিত্র উত্থাপন করেছেন। সার্বিক বিচারে তাই উদ্দীপকটি আলোচ্য গল্পেও ফুটে ওঠা চিরায়ত শৈশবকেই ইঙ্গিত করে।

ঘ. উদ্দীপকে আম-আঁটির ভেঁপু গল্পের চিরায়ত শৈশবের দিকটি উঠে এলেও গ্রামীণ দরিদ্র পারিবারিক জীবনের দুর্দশার চিত্র অনুপস্থিত।

আম-আঁটির ভেঁপু গল্পটিতে মানুষের চিরায়ত শৈশব প্রকাশের পাশাপাশি গ্রামীণ দরিদ্র পারিবারিক জীবনের

দুর্দশার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গল্পটির একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে অপু-দুর্গার প্রকৃতিঘনিষ্ঠতা। আনন্দের ছোট ছোট উৎসে তাদের কাছে দারিদ্র্যের কষ্টও হার মেনেছে। এছাড়া এই গল্পে পল্লিমায়ের শাস্বত রূপটি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে কেবল চিরায়ত শৈশবের স্মৃতি কল্পনা করা হয়েছে। উদ্দীপকের কবি শৈশবে বাজার থেকে তালপাতার বাঁশি কিনে বাজিয়ে আনন্দ পেতেন। কিন্তু বড় হওয়ার পর যখন সেই বাঁশি আবার কিনলেন তখন তার উপলব্ধি হলো শৈশবের সেই উচ্ছ্বাস ও আনন্দ যেন নেই। ছেলেবেলার সেই শিশুসুলভ আবেগ যেন হারিয়ে গিয়েছে। উদ্দীপক ও গল্পের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, উদ্দীপকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের কেবল চিরায়ত শৈশবের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এ গল্পের পারিবারিক দরিদ্র জীবনের চিত্র সেখানে উঠে আসেনি। পল্লিমায়ের শাস্বত রূপও এখানে পাওয়া যায় না। তাই বলা যায়, "উদ্দীপকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের একটি দিক উঠে এলেও গ্রামীণ দরিদ্র পারিবারিক জীবনের দুর্দশার চিত্র অনুপস্থিত" - মন্তব্যটি যথার্থ।

**সৃজনশীল প্রশ্ন ৬:** একই পরিবারের মকবুল, আবুল, সুরত সবাই বেশ পরিশ্রমী। নিজেদের জমি না থাকায় অন্যের জমি বর্গাচাষ করে, লাকড়ি কাটে, মাঝিগিরি করে, কখনো কখনো অন্যের বাড়িতে কামলা খেটে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের স্ত্রীরাও বসে নেই। ভাগ্যের উন্নতির জন্য পাতা দিয়ে পাটি বোনে, বাড়ির আঙিনায় মরিচ, লাউ, কুমড়া ফলায়, বিল থেকে শাপলা তুলে বাজারে বিক্রি করে। কোনো রকমে জীবন চলে যাচ্ছে তাদের।

ক. দুর্গার বয়স কত?

খ. বামুন হিসেবে বাস করার প্রস্তাবে হরিহর রাজি হলো না কেন?

গ. উদ্দীপকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' কোন দিক ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের মূলভাবকে কতটুকু ধারণ করে? যুক্তিসহ বুঝিয়ে লিখ।

**৬ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর**

ক. দুর্গার বয়স দশ-এগারো বছর।

খ. বামুন হিসেবে বাস করার প্রস্তাবে হরিহর রাজি হতে পারল না আত্মসম্মানবোধ ও পাওনাদারদের ভয়ে এসে বলত টাকা দাও, নইলে যেতে দেবো না।

মাসিক ৮ টাকা মাইনের গোমস্তার কাজ করে হরিহর। সামান্য ভিটে বাড়িটি ছাড়া আর কিছুই নেই হরিহরের। দেনার দায়ে জর্জরিত হয়ে পড়েছে সে। ধার শোধ দিতে পারছে না। তাই বামুন হয়ে বসবাসের প্রস্তাবটি তার জন্য সোনায় সোহাগা হলেও সে তা তখনই গ্রহণ করতে পারেনি পাওনাদারদের ভয়ে। তার ভয় পাওনাদাররা খবর পেলে হট্টগোল বাধিয়ে দেবে। তাছাড়া সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলে তার মর্যাদারও হানি ঘটত বলে সে মনে করেছে।

গ. উদ্দীপকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের নিম্নবিত্ত পরিবারের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার চিত্রটি ফুটে উঠেছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে মূলত গ্রামীণজীবনে প্রকৃতিঘনিষ্ঠ দুই ভাই-বোনের আনন্দিত জীবনের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। অপু ও দুর্গা দরিদ্র পরিবারের সন্তান হলেও গল্পে দারিদ্র্যের সেই কষ্ট প্রধান হয়ে ওঠেনি।

গ্রামের ফলমূল আহারের আনন্দ, শিশুর দুরন্তপনা, বিশ্বয় ও কৌতূহল আমাদের চিরায়ত গ্রামীণ শৈশবের কথা মনে করিয়ে দেয়। দরিদ্র গৃহিণী সর্বজন্মের সংসার নিয়ে ব্যতিব্যস্ততা, হাড়ভাঙা খাটুনি, দুশ্চিন্তা, সন্তানদের সাথে চোঁচামেচি ইত্যাদি একেবারেই গ্রামীণ জীবনের প্রতিচ্ছবি।

উদ্দীপকেও বর্ণিত হয়েছে গ্রামের নিম্নবিত্ত জীবনের প্রতিচ্ছবি। মকবুল, আবুল, সুরত আলী পরিশ্রমী মানুষ। সবাই জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত। তাদের নিজের জমি নেই, অন্যের জমি বর্গা চাষ করে। লাকড়ি কেটে, মাঝিগিরি করে, কখনো কামলা খেটে তারা অতিকষ্টে জীবিকা নির্বাহ করে। বসে নেই তাদের স্ত্রীরাও।



পাটি বোনে, বাড়ির আঙিনায় মরিচ, লাউ, কুমড়া ফলায়, বিল থেকে শাপলা তুলে বাজারে বিক্রি করে কোনোমতে দিন পার করে। উদ্দীপকে তাই ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পে উল্লিখিত হরিহর ও সর্বজয়ার জীবনযাপনের চিত্রই যেন ফুটে উঠেছে। উভয় স্থানেই নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনসংগ্রাম আমরা লক্ষ্য করি। ঘ. উদ্দীপকটি ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পের মূলভাবকে আংশিক ধারণ করে। কারণ এতে দুই ভাই-বোনের আনন্দ-বেদনার দিকটি গল্পের মতো ফুটে ওঠেনি।

মানুষ জীবনব্যাপী নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে চেষ্টা করে। সে যেখানে থাকে, সেখানেই সে স্বপ্ন দেখে সুখের, শান্তির। সেই স্বপ্ন পূরণে লড়াই করে নিজের সঙ্গে, পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে। চলার পথে সে পথ হারায়, আশাহত হয়। স্বপ্নভঙ্গের হতাশা তাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। তার পরও সে হাল ছাড়ে না, জীবনসংগ্রাম চালিয়ে যায়।

উদ্দীপকে কৃষক, শ্রমিক, মাঝি, দিনমজুর প্রভৃতি পেশাজীবী মানুষের দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এতে গ্রামীণ জীবনের একদল পেশাজীবী মানুষের জীবনসংগ্রাম প্রতিফলিত হয়েছে।

তারা অন্যের জমিতে চাষ করে, অন্যের নায়েও কামলা দেয় এবং তাদের স্ত্রীরা নানা রকম শাকসবজি উৎপাদন করে, শাপলার ডাঁটা বাজারে বিক্রি করে কোনোরকমে জীবন চালায়। এই বিষয়টি আলোচ্য গল্পের হরিহর এবং তার স্ত্রী সর্বজয়ার জীবনযাপনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ হরিহরও রায়বাড়িতে সামান্য বেতনে গোমস্তার কাজ করে সংসার চালায়।

‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পটি গ্রামীণ জীবনে প্রকৃতিঘনিষ্ঠ দুই ভাই-বোনের জীবনালেখ্য। এই দুই ভাই-বোন অপু ও দুর্গা। তাদের শৈশবের আনন্দ মানুষের চিরায়ত শৈশবের আনন্দের প্রতীক। উদ্দীপকে এই বিষয়টি নেই। সেখানে গ্রামীণ জীবনের চিরায়ত যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে তা কেবল ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পের ঐ শিশু দুটির অভিভাবক হরিহর ও তার স্ত্রী সর্বজয়ার জীবনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ কারণেই উদ্দীপকটি আলোচ্য গল্পের মূলভাবকে পুরোপুরি ধারণ করতে পারেনি। এদিক বিবেচনায় প্রশ্নোত্তর মন্তব্যটি যথার্থ।

**সৃজনশীল প্রশ্ন—৭:** প্রকাণ্ড একটা ঢাউস ঘুড়ি লইয়া বাঁ বাঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, ‘তাইরে নাইরে নাইরে না’ করিয়া উচ্চঃস্বরে স্বরচিত রাগিনী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদী তীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বীনী চিত্তকে চঞ্চল করিত। ক. হরিহর কাজ সেরে কখন বাড়ি ফিরল?

খ. দিদির কথায় নুন ও তেল আনতে অপু দ্বিধা করছিল কেন?

গ. উদ্দীপকে ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পের কোন দিকের ইঙ্গিত লক্ষণীয়?

ঘ. উদ্দীপকটি ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পের সমগ্রতা স্পর্শ করেছে কি? তোমার মতামত যাচাই করো।

**সৃজনশীল প্রশ্ন—৮:** মমতার অভাবের সংসার। সে চৌধুরীবাড়িতে রান্নার কাজ করে। মমতার সংসারের অভাবের কথা জেনে গৃহকর্ত্রী মমতাকে সপরিবারে তাদের বাড়িতে থাকার প্রস্তাব দেন। কিন্তু এতে ঐ বাড়িতে মর্যাদা কমে যাবে ভেবে মমতা এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়।

ক. গরুর দুধ দোহন করতে এসেছিল কে?

খ. অপু দাঁত টকে যাওয়ার কথা বললে দুর্গা ইশারায় তাকে থামিয়ে দেয় কেন?

গ. উদ্দীপকের মমতার সাথে ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পের হরিহরের সাদৃশ্য রয়েছে কীভাবে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. “উদ্দীপকটি ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পের মূলভাবকে ধারণ করে না।”—উক্তিটি যাচাই করো।

**আম আঁটির ভেঁপু গল্পের সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর**

**সৃজনশীল প্রশ্ন—৯:** দুঃখিনী রাহেলার দিন কাটে খুব কষ্টে। দুধের ছেলোটিকে মানুষ করার জন্য পরের বাড়িতে কাজ করতে হয়। তার বেকার স্বামী তার জমানো টাকা চুরি করে নেশা করে। রাহেলার কষ্টে ব্যথিত হয়ে গৃহকর্ত্রী তাকে স্বামীর সহ বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ার প্রস্তাব দেন।

আগ্রহের অভাব না থাকলেও রাহেলা কারও দয়ার বশবর্তী হয়ে বাঁচতে চায় না বলে জানিয়ে দেয়। স্বামীর স্বভাব খুব ভালো ভাবেই জানা আছে তার। রাহেলা জানে এ বাড়িতে এলে চোর, নেশাখোর স্বামীর কারণে তাকে অনেক অপদস্থ হতে হবে।

ক. আম-আঁটির ভেঁপু গল্পের রচয়িতা কে?

খ. মায়ের ডাকে দুর্গা উত্তর দিতে পারল না কেন?

গ. উদ্দীপকের রাহেলার সিদ্ধান্তের সাথে ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পের হরিহরের গৃহিত সিদ্ধান্তের অমিল দেখাও।

ঘ. উদ্দীপকের রাহেলা ও ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পের হরিহর দুজনেই দরিদ্র হলেও আত্মসম্মান ও বিবেচনাবোধ বিসর্জন দেয়নি— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

**সৃজনশীল প্রশ্ন—১০:** শহরের বৃকে বিশাল এক বাড়িতে রানু ও রানাদের বসবাস। সারা দিন এঘর ওঘর আর বাড়ির সামনের বাগানে ছোট্টাছুটি করে তারা। রানু ও রানার মা আফরোজা বানু ওদের সব আবদার পূরণের জন্য সচেষ্ট থাকেন। মাঝে মাঝে ওদের দুষ্টুমি দেখে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। দুষ্টুমি করতে গিয়ে ওরা না আবার হাত-পা ভেঙে বসে।

ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

খ. “ইচ্ছে করে একদিকে বেরিয়ে যাই”—সর্বজয়া কেন এ কথা বলেছে?

গ. উদ্দীপকের আফরোজা বানু কোন দিক থেকে ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পের সর্বজয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের চিত্রটি ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পের সমগ্রভাব ধারণ করে কি? বিশ্লেষণী মতামত দাও।

**সৃজনশীল প্রশ্ন—১১:** বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় প্রকৃতি কেবল প্রকৃতিরূপেই আবির্ভূত হয়নি, বরং প্রকৃতি ও মানবজীবন একীভূত হয়ে অভিনব রসমূর্তি ধারণ করেছে। প্রকৃতির লতাপাতা, ঘাস, পোকামাকড় সবকিছুই গুরুত্বের সঙ্গে স্ব স্ব ভাবে তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। তাঁর রচনায় নির মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনচিত্র ও সমকালের আর্থসামাজিক বাস্তবতা সমভাবে উন্মোচিত হয়েছে।

ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র-পুরস্কারে ভূষিত হন?

খ. সম্মুখ দুয়ার দিয়ে দুর্গার বাড়িতে ঢোকান সাহস হলো না কেন?

গ. উদ্দীপকের বক্তব্য ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ রচনার ক্ষেত্রে কতখানি সত্য? আলোচনা করো।

ঘ. ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্প এবং উদ্দীপকের আলোকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্মের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো।

**সৃজনশীল প্রশ্ন—১২:** উপল ও নিধি ভাইবোন। নিধি বড়ো, উপল ছোটো। তাদের দু’জনের বয়সের পার্থক্য পাঁচ। বাড়ির সামনে খোলা জায়গায় তারা খেলছিল। তাদের মা উঠানে বসে তরকারি কাটছিলেন। তিনি ঘরে ঢুকতেই উপল ও নিধি ছুটে গেল টকটকে লাল জামরুল কুড়াতে। মা দেখে তাদের শাসন করছিলেন। মা রান্নাঘরে যেতেই তারা বাইরে বেরিয়ে গেল। মা রান্না করে, কাপড় কেচে গোসল করতে গেলেন। দ্বিপ্রহর হলেও নিধি ও উপল ফিরে আসেনি।

ক. ‘পিঁজরাপোলের আসামি’ কী?

খ. ‘তখনি কী রাজি হতে আছে’—ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের উপল ও নিধির সাথে ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পের যোগসূত্র ব্যাখ্যা করো।

ঘ. “উদ্দীপকের মা সর্বজয়া চরিত্রকে পুরোপুরি ধারণ করেনি”—মূল্যায়ন করো।

**সৃজনশীল প্রশ্ন—১৩:** বুদ্ধদেব বসুর ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতায় কানাই ও ছোকানু নামে দুই ভাইবোনের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে কানাই তার ছোট বোন ছোকানুর প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বশীল আচরণ করে। নৌকা ভ্রমণে গিয়ে সে সবসময় ছোকানুকে চোখে চোখে রাখে। এছাড়া ছোকানু ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে গেলে সে মাঝিকে অনুরোধ করে তার প্রতি খেয়াল রাখার জন্য।



ক. দুর্গা আঁচলের খুঁট খুলে কী বের করল?

খ. অপু ও দুর্গার আম খাওয়ায় ব্যাঘাত ঘটল কেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে আম-আঁটির ভেঁপু গুল্লের সম্পৃক্ততা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. কানাই ও দুর্গাকে কি পরস্পরের প্রতিবিশ্ব বলা যায়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর:

**১. হরিহরের বাড়িটি দেখতে কেমন?**

**উত্তর:** হরিহরের বাড়িটি তার দরিদ্রতার দিকটি স্পষ্টভাবেই তুলে ধরে। টাকা-পয়সার অভাবে তার বাড়িটা দীর্ঘদিন ধরে মেরামত করা হয়নি। বাড়ির সামনের দিকের রোয়াক ভাঙা, ফাটলে বন-বিছুটি ও কালমেঘ গাছের বন গজিয়েছে। ঘরের দরজা-জানালায় কপাট সব ভাঙা, নারিকেলের দড়ি দিয়ে গরাদের সঙ্গে বাঁধা আছে। এক কথায়, হরিহরের বাড়িটি বেশ জীর্ণ ও ভাঙচোরা ছিল।

**২. দুর্গা কেমন করে তার দিন কাটায়?**

**উত্তর:** দুর্গা ব্যাপক চঞ্চলতা ও দুরন্তপনার মধ্য দিয়ে তার দিন কাটায়। দুর্গা সারাদিনই গ্রামের এদিক সেদিক দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কখনো এর বাড়ি, কখনো ওর বাড়ির ফলগাছ থেকে ফল আনতে ব্যস্ত থাকে। রোদ-বৃষ্টির তোয়াক্কা না করেই সে গাঁয়ের এ পাড়া, ও পাড়া মাতিয়ে বেড়ায়। কখনো ছোট ভাইয়ের সাথে খেলে, কখনো ঝগড়া করে হেসে খেলে তার দিন কাটায়।

**৩. ‘অত বড় মেয়ে, বলে বোঝাবো কত? কথা শোনে, না কানে নেয়?’—কথাটি বুঝিয়ে লেখো।**

**উত্তর:** হরিহর দুর্গাকে বাড়িতে না দেখে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করায় সর্বজয়া উল্লিখিত উক্তিটি করে। দুর্গা দুরন্ত। বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় সব সময়। খিদে পেলেই বাড়িতে আসে। কোথায় কার বাগানে কার আমতলায়, জামতলায় ঘুরে বেড়ায় কেউ জানে না। তাই তো হরিহর দুর্গাকে দেখতে না পেয়ে তার কথা জিজ্ঞেস করায় সর্বজয়া আলোচ্য উক্তিটি করে।

**৪. অপূর বাবা কেন সহজে গ্রাম ছেড়ে যেতে চাইল না?**

**উত্তর:** আত্মসম্মানবোধে ও ধার-দেনা শোধের অপারগতায় অপূর বাবা সহজে গ্রাম ছেড়ে যেতে চাইল না। অপূর বাবা হরিহরকে দশ ঘরার সদগোপ সম্প্রদায়ের এক লোক তাদের গাঁয়ে চলে এসে বামুন হিসেবে সপরিবারে বসবাসের প্রস্তাব দেয়। আর্থিক চরম দুরবস্থা সত্ত্বেও হরিহর প্রস্তাবটিতে সরাসরি সম্মতি দেয়নি। কারণ এতে সদগোপ সম্প্রদায়ের লোকেরা হরিহরের দারিদ্র্যের বিষয়টি জেনে যাবে। তাছাড়া হরিহরের অনেক ধার-দেনা ছিল। আবাস পরিবর্তনের সংবাদ শুনে পাওনাদাররা এসে তার কাছে টাকা চাইবে। তাই আত্মসম্মানবোধ ও ধার-দেনার টানাপড়েনে অপূর বাবা সহজে গ্রাম ছেড়ে যেতে চাইল না।

**৫. দুর্গা পা টিপে টিপে বাড়িতে প্রবেশ করল কেন?**

**উত্তর:** মাকে ভয় পাওয়ায় তার কাছে ধরা না পড়ার জন্য দুর্গা পা টিপে টিপে বাড়ি প্রবেশ করে। দুর্গা সারাদিন বাইরে থাকে। বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। এসব কারণে সর্বজয়া তার ওপর ভারী ক্ষিপ্ত। তাই তার মা চোখের আড়াল হতে দেয় না। তবুও দুর্গা মায়ের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বাইরে গিয়ে পুনরায় বাড়িতে প্রবেশের সময় টিপে টিপে পা ফেলে, যাতে তার মা বাইরে যাওয়ার বিষয়টি জানতে না পারে।

**৬. ‘আগ্রহে সর্বজয়ার কথা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।’—কেন?**

**উত্তর:** অভাব-অনটনহীন জীবনের সম্ভাবনার কথা শুনে আগ্রহে সর্বজয়ার কথা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। সর্বজয়ার পরিবার হতদরিদ্র। দু-বেলা দু’মুঠো খাবার জোগাড় করতেই তাদের প্রাণপণ কষ্ট করতে হয়। এর ওপর রয়েছে পাওনাদারদের তাগাদা। এমন সঙ্গীন অবস্থায় ভিন গাঁয়ে জায়গা-জমি পাওয়ার সম্ভাবনার কথা সর্বজয়াকে শোনায় তার স্বামী। সর্বজয়া স্বপ্ন দেখে তার দুঃখের দিন এর মাধ্যমে শেষ হবে। তাই আনন্দে, উত্তেজনায় ভাষা হারিয়ে ফেলে সে।

**৭. হরিহরের বসতভিটার আশপাশটা প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছে কেন?**

**উত্তর:** হরিহরের বসতভিটার আশপাশটা প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছে সেখানে কেউ বসবাস না করার

কারণে।

‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পে হরিহরের বাড়ির চারদিকে জঙ্গল। হরিহর রায়ের জ্ঞাতিভাই নীলমণি রায় মারা যাওয়ায় সেই বাড়িতে কেউ থাকে না। নীলমণি রায়ের স্ত্রী সেই বাড়ি ফেলে রেখে পুত্রকন্যা নিয়ে তার পিতার বাড়িতে থাকেন। তাদের বাড়ি ছাড়া হরিহরের বাড়ির আশপাশটায় আর কোনো বাড়ি নেই। সেই বাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে এবং সেখানে নানা রকম গাছপালা জন্মে আবৃত হয়ে রয়েছে। তাই হরিহরের বসতভিটার আশপাশকে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র বলা হয়েছে।

**৮. ‘আজকাল চাষাদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা।’—কথাটি ব্যাখ্যা করো।**

**উত্তর:** ‘আজকাল চাষাদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা’—কারণ চাষারা নিয়মিত জমিতে ফসল ফলায়, ফলে তাদের অন্নাভাব হয় না। চাষা মানেই চাষ করার সঙ্গে যার নিবিড় সম্পর্ক। আর চাষ করা মানেই ফসলের উৎপাদন। যারা ফসল উৎপাদন করে, তাদের থাকে গোলাভর্তি ধান, সে ধান তারা সারাবছর খায়। তাদের ঘরে খাবারের বিশেষ অভাব হয় না। অন্নের দেবী হিসেবে লক্ষ্মীকে গণ্য করা হয়। প্রশ্নোক্ত লাইনে চাষাদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা বলতে খাবারের মজুদকেই বোঝানো হয়েছে।

**৯. হরিহর দশঘরা গ্রামের মাতব্বর লোকটির পরিচয় গোপন রাখতে বলেছিল কেন?**

**উত্তর:** লোকে জানলে নিন্দা করতে পারে বলে হরিহর দশঘরা গ্রামের মাতব্বর লোকটির পরিচয় গোপন রাখতে বলেছিল। দশঘরা গ্রামে কোনো বামুন নেই। তাই সে গ্রামের মানুষের খুব ইচ্ছে, গ্রামে তারা এক ঘর ব্রাহ্মণ বাস করাবে। তাই দশঘর গ্রামের মাতব্বর হরিহরকে প্রস্তাব দিল সেই গ্রামে গিয়ে বাস করতে। হরিহর তার স্ত্রীকে এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলে সে যাতে এ কথা কাউকে না বলে। কারণ ব্যাপারটি তার আত্মমর্যাদায় আঘাত হানতে পারে।

**১০. ‘একটুখানি কুটোগাছটা দু খানা করা নেই।’—সর্বজয়া একথা বলেছেন কেন?**

**উত্তর:** মায়ের কোনো কাজে সাহায্য না করায় মা দুর্গাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেন। অপু আর দুর্গা দুই ভাই-বোন। তারা দুজনই দুরন্ত শিশু। তারা সবসময় প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে হাসি-আনন্দে মেতে থাকে। সারা দিন গ্রামের ঝোপঝাড় ছোট্টাছুটি করে। অভাবের সংসারে ফলমূল সংগ্রহ করে খায়। মায়ের বারণ সত্ত্বেও পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। মায়ের কোনো কাজে তারা সাহায্য করে না। তাই তাদের মা সর্বজয়া দুর্গার ওপর বিরক্ত হয়ে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেন।